ঈমান বিষয়ক
১০০ প্রশ্নোত্তর

সংকলন

জাকারিয়া শাহীন

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আলোকিত প্রকাশনী

ঈমান বিষয়ক
১০০ প্রশ্নোত্তর

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

আলোকিত প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৭-৩৭০৭২৭, +৮৮ ০১৭৫৫-১৬০৫৭৫

ISBN:----------

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান, নিউলেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া) www.rokomari.com, www.wafilife.com, www.alokitoboibitan.com, ikhlasstore.com, Sunnah Bookshop, Ummahbd.com, Anaaba books.

গ্রন্থসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা, ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

প্রচ্ছদ: মাহমুদুর রহমান মঈন

মুদ্রিত মূল্য: ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

100 QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT EMAN by Zakaria shaheen, Edited by Professor Dr. Abu Bakar Muhammad Zakaria, Published by Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. +88 01747 370727, Price 100 BDT, 5 USD Only.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং.	প্রশ্ন	পৃষ্ঠা
	সম্পাদকের ভূমিকা	১২
	সংকলকের ভূমিকা	১৫
তাওহীদ সম্পর্কে আক্বীদাহ		
১	তাওহীদ অর্থ কী?	১৭
২	তাওহীদের কয়টি অংশ ও কী কী?	১৭
৩	তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ তাওহীদের আরেকটি অংশ কি?	১৭
৪	তাওহীদের ৩টি অংশের দলীল কী?	১৮
৫	কোন প্রকার তাওহীদের জন্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন?	২০
৬	কালেমায়ে তাওহীদ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ কী?	২০
৭	‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র রূকণ কয়টি ও কী কী?	২১
৮	‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র শর্ত কয়টি এবং সেগুলোর দলীল কী?	২১
৯	‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ একসাথে বলা যাবে কি?	২২
১০	ইসলাম শব্দের অর্থ কী?	২২
১১	ইসলামের রুকন কয়টি ও কী কী?	২২

১২	ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?	২৩
১৩	ঈমান কাকে বলে?	২৩
১৪	ঈমান বাড়ে-কমে কি?	২৩
১৫	কবীরা গুনাহগার কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?	২৪
১৬	ঈমানের রোকন কয়টি ও কী কী?	২৪
আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদাহ		
১৭	মহান আল্লাহ কোথায়?	২৮
১৮	আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ কোথায় ছিল?	২৯
১৯	মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান—এ কথাটি কি সঠিক?	২৯
২০	আল্লাহকে আরশের উপরে বললে কি দিক বা স্থান সাব্যস্ত হয়?	২৯
২১	প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন—এর দলীল আছে কি?	৩০
২২	আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, তখন কি আরশ খালি হয়ে যায়?	৩০
২৩	'আল্লাহর নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন' তা কি রূপক অর্থে? যেমন আল্লাহর অবতরণ বলতে আল্লাহর রহমত, বিশেষ করুণা ইত্যাদি নেমে আসে—এটা উদ্দেশ্য কি?	৩০
২৪	আমরা জানি, আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, এখন সারাবিশ্বে রাত তো একটার পর একটা চলমান, তাহলে আল্লাহ আরশে উঠেন কখন?	৩১

২৫	কুরআন ও হাদীসে যে এসেছে, আল্লাহ কর্তৃক বান্দার সাথে থাকা—এর ব্যাখ্যা কী?	৩১
২৬	আল্লাহর ক্ষেত্রে হারাকাহ (নড়াচড়া) শব্দটি ব্যবহার করা যাবে কি?	৩২
২৭	মহান আল্লাহর কয়টি হাত রয়েছে এবং এর দলীল কি?	৩২
২৮	মহান আল্লাহর পা আছে কি?	৩৩
২৯	মহান আল্লাহর চোখ আছে কি?	৩৩
৩০	মহান আল্লাহর চেহারা আছে কি?	৩৪
৩১	মহান আল্লাহ শুনেন—এর দলীল আছে কি?	৩৪
৩২	মহান আল্লাহর যতগুলো সিফাত আছে—যেমন হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল, পায়ের গোছা ইত্যাদি—এগুলো কি সৃষ্টির মতো?	৩৪
৩৩	মহান আল্লাহর সিফাত হাত, পা এগুলোকে কুদরতী হাত বা কুদরতী পা বলা যাবে কি?	৩৫
৩৪	মহান আল্লাহর কান আছে কি?	২৫
৩৫	মহান আল্লাহর সিফাত—যেমন হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল, গোছা ইত্যাদি এগুলো কি আল্লাহর অঙ্গ?	৩৫
৩৬	মহান আল্লাহর দেহ আছে কি?	৩৬
৩৭	আল্লাহ কি সাকার নাকি নিরাকার?	৩৭
৩৮	রূহ কি আল্লাহর সিফাত?	৩৮
৩৯	নফস কি আল্লাহর সিফাত বা গুণ?	৩৮
৪০	গাউস, কুতুব, আবদাল ইত্যাদি—এদের হাতে আল্লাহ পৃথিবী পরিচালনার কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই তারা ইচ্ছা মতো পৃথিবী পরিচালনা করতে পারেন—এ বিশ্বাস এর মাধ্যমে কোন তাওহীদের ক্ষেত্রে শির্ক করলো?	৩৯

৪১	অনেক পীর-ফকির দাবি করে যে, আল্লাহকে এতো এতো বার স্বপ্নে দেখেছে। প্রশ্ন হলো দুনিয়াতে কি আল্লাহকে দেখা সম্ভব?	৩৯
৪২	আল্লাহ ছাড়া কোনো পীর-ফকির গায়েবের খবর জানে কি?	৪০
৪৩	আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করা ও যবেহ করার বিধান কী?	৪১
৪৪	আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সন্তান কামনা করা যাবে কি?	৪২
ফেরেশতাদের সম্পর্কে আক্বীদাহ		
৪৫	ফেরেশতা আছে এটার ওপর ঈমান আনার বিধান কী?	৪৩
৪৬	ফেরেশতা কিসের তৈরি?	৪৩
৪৭	ফেরেশতাদের সংখ্যা কত?	৪৩
৪৮	সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা কে?	৪৪
অবতীর্ণ গ্রন্থ সম্পর্কে আক্বীদাহ		
৪৯	অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ওপর ঈমান আনার বিধান কী?	৪৫
৫০	আসমানী কিতাব কী কী?	৪৫
৫১	সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কোনটি?	৪৫
৫২	আমরা জানি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিকৃতি অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ঠিক তেমনি কুরআনে বিকৃতি ঘটেছে কি?	৪৫
৫৩	কুরআন কি মাখলুক?	৪৬
৫৪	কেউ কেউ বলে কুরআন ৩০ পারা যাহেরী, আর ৬০ পারা বাতেনী—এটা কি সত্য?	৩৬

রাসূলগণ সম্পর্কে আক্বীদাহ		
৫৫	রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?	৪৭
৫৬	যারা কতিপয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, আর কতিপয়ের প্রতি ঈমান আনে না তাদের বিধান কী?	৪৭
৫৭	নবী ও রাসূলগণ থেকে কোনো ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হতে পারে কি?	৪৭
৫৮	সকল নবী ও রাসূলগণ মর্যাদার দিক থেকে সমান কি?	৪৮
৫৯	রাসূলগণের মধ্যে উলুল আযম কয়জন এবং তারা কারা?	৪৮
৬০	মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী—এর দলীল আছে কি?	৪৯
৬১	মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল?	৪৯
৬২	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা কি ফরয?	৪৯
৬৩	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা জরুরী কি?	৫০
৬৪	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের তৈরি?	৫০
৬৫	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হায়াতুন্নবী?	৫১
৬৬	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গায়েব জানেন?	৫২
৬৭	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চাওয়া বৈধ কি?	৫২
৬৮	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অমান্য করার বিধান কী?	৫২
৬৯	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হাযিরা-নাযির?	৫৩

৭০	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের মাটি কি আল্লাহর আরশ থেকেও শ্রেষ্ঠ?	৫৩
আখিরাত সম্পর্কে আক্বীদাহ		
৭১	আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?	৫৪
৭২	কবরের আযাব হবে—এ কথা কি সত্য?	৫৪
৭৩	মীযানের পাল্লায় আমলনামা ওজন করা হবে কি?	৫৪
৭৪	রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি শাফা‘আত করতে পারবেন? যদি পারেন তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কয় প্রকারের শাফা‘আত সাব্যস্ত?	৫৫
৭৫	কবরের আযাব ও নিয়ামত কি শুধু রূহের ওপর হবে?	৫৫
৭৬	জান্নাত ও জাহান্নাম কি ধ্বংস হবে?	৫৭
৭৭	জান্নাত ও জাহান্নাম কি এখনো বিদ্যমান?	৫৮
আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীর সম্পর্কে আক্বীদাহ		
৭৮	তাকদীরের ওপর ঈমান আনার বিধান কী?	৫৯
৭৯	তাকদীরের স্তর কয়টি ও কী কী?	৫৯
৮০	আল্লাহর ইচ্ছে কত প্রকার ও কী কী?	৫৯
৮১	তাকদীরের ওপর বিশ্বাস করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যাবে কি?	৫৯
৮২	সর্বপ্রথম তাকদীর অস্বীকার করে কে?	৬০
৮৩	তাকদীরের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত ফিরকার নাম কী?	৬০
৮৪	পাপ কাজ করে তাকদীরের দোহাই দেওয়া যাবে কি?	৬০

৮৫	মহান আল্লাহ তাকদীর লিখেছেন এটা কোন তাওহীদের অংশ?	৬১
৮৬	মানুষ কি নিজ কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন?	৬১
৮৭	জান্নাত-জাহান্নাম যেহেতু নির্ধারিত তাহলে আমল করে লাভ কী?	৬৩
	অন্যান্য প্রশ্ন	
৮৮	ঈমান ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কী কী?	৬৪
৮৯	সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার বিধান কী?	৬৫
৯০	সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমের মর্যাদা সম্পর্কে দলীল আছে কি?	৬৫
৯১	সাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে?	৬৬
৯২	কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার বাহ্যিক আলামত কী?	৬৬
৯৩	জ্যোতিষী ও গণক প্রমুখের কাছে যাওয়ার হুকুম কি?	৬৮
৯৪	কুরআন দ্বারা তাবিজ করা কি জায়েয?	৬৮
৯৫	মাদূলি, বালা, নকশা, সুতা, কাঠ, লোহার আংটি, কায়তন ইত্যাদি দিয়ে তাবিজ ব্যবহারের হুকুম কী?	৬৮
৯৬	শির্ক কত প্রকার?	৬৮
৯৭	ঝাড়ফুঁক করা কি জায়েয?	৬৯
৯৮	কুলক্ষণে বিশ্বাস করা কি?	৬৯
৯৯	দীনের মধ্যে বিদ‘আত কত প্রকার ও কী কী?	৭০
১০০	আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত কারা?	৭০

التوحيد
علموا اولادكم التوحيد

সম্পাদকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া বা'দ।

আমাদের দীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে আক্বীদাহ ও শরীআহ। আক্বীদাহ হচ্ছে সংবাদ, যা সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়, মেনে নিতে হয় এবং অন্তরে স্থান দিয়ে আমলে পরিণত করতে হয়। আর শরীআহ হচ্ছে হুকুম বা আদেশ নিষেধ, যা ইনসাফপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়, অন্তর থেকে নিতে হয় এবং আমলে পরিণত করতে হয়। সুতরাং পুরো দীন অর্থ হচ্ছে—সত্য ও ইনসাফপূর্ণ সংবাদ ও বিধি-বিধান।

আক্বীদাহ হচ্ছে দীনের সে অপরিবর্তনীয় অংশ, যাতে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু অদেখা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। এটি একটি পরিভাষা। এর অন্য নামগুলো হচ্ছে—ঈমান, সুন্নাহ, তাওহীদ। আবার কেউ সেটাকে ব্যাপকার্থে বলেন, আশ-শরীআহ, আবার কেউ বলেন, আল-ফিকহুল আকবার, অপর কেউ বলেন উসুলুদ্দীন। এগুলো সবই গ্রহণযোগ্য পরিভাষা হলেও যে পরিভাষাটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে আক্বীদাহ। এ শব্দটির মূল কুরআনে কারীমে রয়েছে। রাসূলের হাদীসে সুদৃঢ়তার সাথে অন্তরে স্থান দেওয়ার অর্থে তা ব্যবহৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম, আয়িম্মায়ে দীন ফুকাহা, মুহাদ্দেসীন এ শব্দটিকে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ নিজে ব্যবহার করেছেন। ইমাম তাহাওয়ী ব্যবহার করেছেন। এমনকি মু'তাযিলা, আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরাও আক্বীদাহ নাম দিয়ে বিশ্বাস সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। মোটকথা, আক্বীদাহ পরিভাষাটি কখনোই বিতর্কিত ছিল না।

ইসলামকে যারা নিজের চিন্তা দিয়ে রঙিন করে নিয়েছে, যারা ইসলামের নাম দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে নামতে চায় এমন কিছু গোষ্ঠী ও ব্যক্তি অধুনা এটাকে বিতর্কিত বানাতে চায়। তারা মানুষের বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করতে চায় না, তারা যেন তেন ঐক্যের বাঁশি বাজাতে গিয়ে দেখেছে বর্তমান বিশুদ্ধ আক্বীদাহ'র জয়-জয়কারে তাদের সে হীন প্রচেষ্টা বাঁধাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, থমকে যাচ্ছে, ঠায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তখনি তারা দিশেহারা হয়ে আক্বীদাহ শুদ্ধ করার মিশনের সামনে বালির বাঁধ দেওয়ার অযথা চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু আল্লাহর নূর অবশ্যই পূর্ণতা পাবে, হক পথের লোকেরা তাদের মিশন আরো বেগবান করবে ইনশাআল্লাহ।

এ প্রচেষ্টারই একটি অংশ এ বইটি। সংকলক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদাহ'র বিষয় প্রশ্নোত্তর আকারে তুলে ধরেছেন। সম্পাদনা করতে গিয়ে অনেক কিছুই স্পষ্ট করে দিতে হয়েছে। দো'আ করি তিনি যেন তা আমার থেকে ও সংকলক থেকে কবুল করুন। আমীন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

সংকলকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি মানবজাতিকে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই কাছে ইস্তেগফার করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাঁর কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই। আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাঁর কোনো পথপ্রদর্শনকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ, তাওহীদ ও ইবাদতের দিক-নির্দেশনা দান করেছেন।

বিশুদ্ধ আক্বীদাহ মুসলিম জীবনের মূলভিত্তি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ লোক আক্বীদাহ বিষয়ে তেমন জ্ঞান রাখে না। তাই আক্বীদাহ’র গুরুত্ব তাদের নেই বললেই চলে। এজন্য কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, আপনারা সর্বদা আক্বীদাহ’র ওপর, তাওহীদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, সে সম্পর্কেই বেশি আলোচনা করেন, কিন্তু বর্তমান যুগের সমস্যা নিয়ে ততটা আলোচনা করেন না। এর উত্তরে আমরা বলবো, যেটার যতটুকু গুরুত্ব ততটুকু গুরুত্বের সাথে আলোচনা করতে হয়। তাওহীদই হচ্ছে মূল বিষয় যার ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং তাওহীদের প্রতি গুরুত্বারোপ করার অর্থই হচ্ছে মূল বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া। আল্লাহর কালাম কুরআনুল কারীমে

তাওহীদের বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যার ফলে একজন ইমাম বলেন যে, কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণ হচ্ছে তাওহীদ আর তাওহীদ।

আমাদের সমাজব্যবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যারা আমরা মোটামুটি দীনচর্চা করি, তাদের মধ্যেও দেখা যায়, আমলের গুরুত্ব যতটুকু আছে, আক্বীদাহ'র গুরুত্ব, তাওহীদের গুরুত্ব ১০ ভাগের মধ্যে সিকি ভাগও নেই। এটা শুধু সাধারণ মানুষের অবস্থা তা নয়, আলিম সমাজের অবস্থাও একই। যাদের ওপর আমার রব রহম করেছেন তারা ছাড়া। আবার যারা কিছুটা আক্বীদাহ'র গুরুত্ব দেয়, এদের মধ্যে অনেকেরই আবার বিশুদ্ধ আক্বীদাহ'র জ্ঞান নেই। সব মিলিয়ে অবস্থা খুবই করুণ। বিশুদ্ধ আক্বীদাহ'র ওপর নির্ভর করে আমাদের জান্নাত-জাহান্নাম, আর সে আক্বীদাহ'র গুরুত্ব আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে, আফসোস!

দেখুন সকল নবী ও রাসূলের শরীয়ত এক ছিল না, বরং পরিবর্তন হয়েছে। কোনো নবীর শরীয়তে একটা বিষয় জায়েয ছিল, অন্য নবীর শরীয়তে তা নাজায়েয। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, তাযীমি সাজদার বিষয়টি। কোনো নবীর শরীয়তে তাযীমি সাজদাহ[১] জায়েয ছিল, কিন্তু আমাদের নবীর শরীয়তে তা জায়েয নয়। কিন্তু সকল নবী ও রাসূলগণের তাওহীদ ছিল এক ও অভিন্ন। আর সে তাওহীদ সম্পর্কেই আমরা সবচেয়ে বেশি অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। কবরে যে প্রথম প্রশ্ন হবে—তোমার রব কে? সে রব সম্পর্কে আমাদের কয়জনের আক্বীদাহ বিশুদ্ধ বলুন?

এজন্য বইটাকে আক্বীদাহ ও তাওহীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠকের জন্য বুঝতে সহজ হয় এবং বইটার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় একটি বা দুইটি দলীলের বেশি, যথাসম্ভব না দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সর্বশেষ কথা হলো, মানুষ মাত্রই ভুল করে, ভুলে যায়, আর ভুল করা বা ভুলে যাওয়াটাই তার স্বাভাবিক ফিত্বরাত। এজন্য আমাদের কোনো ভুল পাঠকের নিকট পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে, আমরা উপকৃত হবো

০১. যদিও এ সাজদার প্রকৃত ধরণ কোথাও বর্ণিত হয়নি। [সম্পাদক]

বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾ [لقمان: ٤٣]» قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ»، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ»

“একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? তিনি বললেন, ঈমান হলো—তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর (নাযিলকৃত) কিতাব, (আখিরাত) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান রাখবে এবং পুনরুত্থান দিবসের ওপরও ঈমান আনবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস

উপরে বললে স্থান বা দিক সাব্যস্ত হয় ইত্যাদি, আর এজন্য ভিন্ন আক্বীদাহ পোষণ করে, সে তো পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহর বহু আয়াত ও হাদীসকে অস্বীকার করলো।

প্রশ্ন-(২১) প্রতি রাতে আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন–এর দলীল আছে কি?

উত্তর: অবশ্যই আছে।
আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

“আমাদের রব্ব প্রত্যেক রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, আমার কাছে যে দো‘আ করবে, আমি তার দো‘আ কবুল করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দেব। আমার কাছে যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাকে আমি ক্ষমা করে দেব।”[১২]

প্রশ্ন-(২২) আল্লাহ তা‘আলা যখন নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন তখন কি আরশ খালি হয়ে যায়?

উত্তর: এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অর্থ নাযিল হওয়ার ধরণ নির্ধারণের দিকে যাওয়া, যা নিষিদ্ধ। যদিও বিশুদ্ধ মত হচ্ছে—আরশ তাঁর থেকে খালি হয় না। এটি অধিকাংশ আহলুস সুন্নাতের মত।[১৩]

প্রশ্ন-(২৩) আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন–তা কি রূপক অর্থে? যেমন আল্লাহর অবতরণ বলতে আল্লাহর রহমত, বিশেষ করুণা

১২. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৭৪৯৪।

১৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া লিখিত ‘রহমান আরশের উপর উঠেছেন’ বইটি।

উত্তর: কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহর জিসিম বা দেহের কথা আসেনি। তাই সালাফে সালেহীন ও ইমামগণ আল্লাহর জন্য এসব শব্দ ব্যবহার করতেন না। তবে শব্দটি বিদ'আতীদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ্য শব্দে পরিণত হয়েছে; কারণ তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলি অস্বীকার করে থাকে। তাই কেউ দেহ আছে কী না? তা জিজ্ঞেস করলে তাকে প্রথমে বলা হবে, দেহ শব্দটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আল্লাহর জন্য ব্যবহার করেননি, তাই এ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। তবে তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? যদি বলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমাদের পরিচিত সৃষ্টির মধ্যে তেমন কিছু, তখন তাকে বলা হবে যে, এ অর্থটি অস্বীকার করা বিশুদ্ধ, তবে এ শব্দটি দিয়ে নয়। আর যদি সে বলে যে, আমার উদ্দেশ্য এমন কোনো গুণাবলি, যা কুরআন ও সুন্নায় এসেছে, তখন বলা হবে, তোমার নেওয়া এ অর্থটি বাতিল। আল্লাহর জন্য এসব গুণ সাব্যস্ত করা হবে, যদিও সেটি তোমার নিকট দেহ হিসেবে পরিচিতি পায়। সালাফে সালেহীন বলেছেন এ শব্দ যারা সাব্যস্ত করে তাদের থেকে বেশি পথভ্রষ্ট বিদ'আতী হলো যারা এ শব্দকে নাকচ করে। এজন্য আমরা যেমন সাব্যস্ত করবো না আবার নাকচও করবো না। বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে তারপর বিধান জানিয়ে দিব।[২০]

প্রশ্ন-(৩৭) আল্লাহ কি সাকার নাকি নিরাকার?

উত্তর: আকার শব্দের আরবী হচ্ছে 'শাকাল'। কুরআন ও সুন্নাতে আল্লাহর জন্য আকার বা নিরাকার কোনোটিই সাব্যস্ত করা হয়নি। তাই আকার বা নিরাকার কোনোটিই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করবো না। তবে নিরাকার শব্দটি মু'আত্তিলা বিদ'আতীদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ্য শব্দে পরিণত হয়েছে, কারণ তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলি অস্বীকার করে থাকে। তাই কেউ নিরাকার বললে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, নিরাকার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? যদি বলে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির মতো কোনো আকারকে অস্বীকার করা, তবে তাকে বলা হবে যে, এ অর্থটি

২০. এ বিষয়ে আরো জানতে দেখতে পারেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর 'আল ফাতাওয়া আল হামাউইয়্যাহ আল কুবরা' বই ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থটি।

وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۖ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ [الاعراف: ١٤٣]

“আর মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব্ব তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার রব্ব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। আপনি বরং পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, সেটা যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন। যখন তার রব্ব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, মহিমাময় আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে তাওবাহ করছি এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।” [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৪৩]

এ আয়াতসহ আরো অন্যান্য আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি জীবের কোনো চক্ষু এমনকি নবী ও রাসূলগণের কেউই দুনিয়ায় জীবনে জীবিত অবস্থায় মহান আল্লাহকে দেখতে পায়নি, কেউ পাবেও না।

তবে স্বপ্নযোগে আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তবে তাঁর পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে মহান আল্লাহকে দেখেছেন।[২২] এর কারণ হচ্ছে—স্বপ্ন মৃত্যুর মতোই। তাই সেখানে আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তবে অধিকাংশই পীর-ফকিররাই মিথ্যা দাবি করে থাকে। আর তাদের দ্বারা এ দেখা যদি সত্যও হয় তবুও এর মধ্যে কোনো বাড়তি বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হবে না।

প্রশ্ন-(৪২) আল্লাহ ছাড়া কোনো পীর-ফকির গায়েবের খবর জানে কি?

উত্তর: না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টির আর কেউ গায়েবের খবর রাখে না।

২২. সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস ৩১৬৯।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٦٥﴾

[النمل: ٦٥]

“বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না এবং তারা উপলব্ধিও করেনা কখন উত্থিত হবে।” [সূরা আন-নামল: ৬৫]

প্রশ্ন-(৪৩) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করা ও যবেহ করার বিধান কী?

উত্তর: এটা বড় শির্ক, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

মানত দুই প্রকার:

এক. শর্তমুক্ত মানত করা। যেমন আল্লাহর জন্য আমি দুই রাকাত সালাত আদায়ের মানত করছি। এটা দোষণীয় নয়। আর তা পূরণও করতে হবে। তবে শির্ক বা গুনাহের মানত করলে তা পূরণ করা যাবে না।

দুই. শর্তযুক্ত মানত করা। যেমন, যদি আমার শরীর ভালো হয়ে যায় তো বিশ রাকাত সালাত আদায় করব। এটি দোষণীয় কাজ। তবে কেউ এমন মানত করে ফেললে আল্লাহর ইবাদতের বিষয় হলে পূরণ করতে হবে। আর যদি শির্ক বা বিদ‘আতী বিষয় হয়ে তবে পূরণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِذۡ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرۡتُ لَكَ مَا فِي بَطۡنِي مُحَرَّرٗا فَتَقَبَّلۡ مِنِّيٓۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٣٥﴾ [ال عمران: ٣٥]

“স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, ‘হে আমার রব্ব! আমার গর্ভে যা আছে নিশ্চয় আমি তা একান্ত আপনার জন্য মানত করলাম। কাজেই আপনি আমার নিকট থেকে তা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সূরা আলে ইমরান: ৩৫]

ফেরেশতা সম্পর্কে আক্বীদাহ

মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও।" [সূরা আল-আহযাব: ০৭]

প্রশ্ন-(৬০) 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী' এর দলীল আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾ [الاحزاب: ٤٠]

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ সর্বকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল-আহযাব: ৪০]

প্রশ্ন-(৬১) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল?

উত্তর: হ্যা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এর প্রমাণে কুরআন ও সুন্নাতে বহু দলীল বিদ্যমান। কিছু ভ্রান্ত চিন্তার মানুষ কিছু দলীল পেশ করে সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল নন।[২৫]

প্রশ্ন-(৬২) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা কি ফরয?

উত্তর: হ্যাঁ, ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾

[التوبة: ٢٤]

২৫. এ বিষয়ে খোলাসা হতে শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক লিখিত 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল' বইটি দেখতে পারেন।

উত্তম।[২৮]

আখিরাত সম্পর্কে আক্বীদাহ

প্রশ্ন-(৭১) আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?

উত্তর: ফরয, যা ছাড়া ব্যক্তির ঈমানকে কবুল করা হয় না।

প্রশ্ন-(৭২) কবরের আযাব হবে এ কথা কী সত্য?

উত্তর: হ্যাঁ, সত্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦﴾ [غافر: ٤٦]

“আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে—ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে।” [সূরা গাফির: ৪৬]

এছাড়াও বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকেও কবরের আযাব প্রমাণিত।

প্রশ্ন-(৭৩) মীযানের পাল্লায় আমলনামা ওজন করা হবে কী?

উত্তরঃ হ্যা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧﴾ [الانبياء: ٤٧]

২৮. ফাতাওয়া আল-কুবরা: মাযমূউল ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ (২৭/৩৮)।

আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীর সম্পর্কে আক্বীদাহ

প্রশ্ন-(৭৮) তাকদীরের ওপর ঈমান আনার বিধান কী?

উত্তর: ফরয, যা ছাড়া ব্যক্তির ঈমানকে কবুল করা হয় না।

প্রশ্ন-(৭৯) তাকদীরের স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর: তাকদীরের স্তর ৪টি:

ক. আল্লাহর ইলম [সূরা আত-তালাক: ১২]

খ. আল্লাহর লেখা [সূরা ইয়াসীন: ১২]

গ. আল্লাহর চাওয়া [সূরা আত-তাকভীর: ২৯]

ঘ. আল্লাহর সৃষ্টি করা [সূরা আয-যুমার: ৬২]

প্রশ্ন-(৮০) আল্লাহর ইচ্ছে কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার।

১. ইরাদাহ কাওনিয়া (সৃষ্টিগত ইচ্ছা)

২. ইরাদা শারঈয়া (শরীয়তগত ইচ্ছা)

প্রশ্ন-(৮১) তাকদীরের ওপর বিশ্বাস করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যাবে কি?

উত্তর: এটা আহলুস সুন্নাহর কাজ নয়, তাকদীরের ওপর বিশ্বাস করে উপায় অবলম্বনের চেষ্টা না করা। মদীনায় হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু

প্রশ্ন-(৯০) সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে কোনো দলীল আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার বিষয়ে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।” [সূরা আত-তাওবা: ১০০][৩৮]

প্রশ্ন-(৯১) সাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে?

উত্তর: এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা সাহাবীদের ইখতিলাফী বিষয় চর্চা করি না। ভালো গুণ বর্ণনা করা ছাড়া তাদের বিষয়ে চুপ থাকি।[৩৯]

প্রশ্ন-(৯২) কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার বাহ্যিক আলামত কী?

১. পোশাক পরিচ্ছদ ও কথা বার্তায় কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা।

২. কাফিরদের দেশে বসবাস করা। অমুসলিম দেশে দীন নিয়ে বসবাস করা সম্ভব না হলে মুসলিমদের ওপর হিজরত করা ওয়াজিব।

---

৩৮. আরো দেখুন: সূরা আল-ফাতহ: ১৮, সূরা আল-হাশর: ৮-১০।

৩৯. নোট: এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন: ‘সাহাবীদের অন্তঃকলহ এবং সালাফদের অবস্থান’, লেখক: শাইখ ইরশাদুল হক আসারী, অনুবাদক: ওমর ফারুক রায়হান।